

সহজপাঠ: রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শনের প্রতিফলন

সুরভি নাগ (ইংরেজি বিভাগ)

Email- siravisarkar1994@gmail.com

সারসংক্ষেপ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহজপাঠ আপাতভাবে একটি শিশু ভাষা শিক্ষা গ্রন্থ হলেও, এর অন্তর্নিহিত তাৎপর্য তাঁর গভীর শিক্ষাদর্শনের প্রতিফলন। এই প্রবন্ধে আলোচনা করা হয়েছে কিভাবে সহজপাঠ কেবল অক্ষরজ্ঞান নয়, বরং এক মানবিক, প্রকৃতিনির্ভর ও সৃজনশীল শিক্ষার দৃষ্টান্ত। রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাচিন্তার মূল ভিত্তি ছিল জীবনের সঙ্গে শিক্ষার সংযোগ, যা সহজপাঠ-এর প্রতিটি অধ্যায়ে মূর্ত হয়ে উঠেছে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শিক্ষা-চিন্তা আধুনিক ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাসে এক নবযুগের সূচনা করে। তাঁর মতে, “শিক্ষা মানে কেবল তথ্য আহরণ নয়, আত্মার বিকাশ।” (ঠাকুর, ১৯৩৪)।

এই আত্মবিকাশের ধারণাই সহজপাঠ-এর কেন্দ্রে অবস্থিত। শিশুশিক্ষার ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ কৃত্রিম, মুখস্থনির্ভর শিক্ষাব্যবস্থার বিরোধিতা করে এক সহজ, প্রকৃতিনির্ভর ও আনন্দময় শিক্ষার পথ দেখিয়েছিলেন। এই প্রবন্ধে বিশ্লেষণ করা হবে, কিভাবে সহজপাঠ রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শনের প্রতীক হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।

মূল আলোচনা

রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শন মানবতাবাদ, প্রকৃতিবাদ ও আত্মপ্রকাশের ধারণার ওপর প্রতিষ্ঠিত। তাঁর শিক্ষার মূল লক্ষ্য ছিল শিশুর অন্তর্নিহিত শক্তির বিকাশ ও ব্যক্তিসত্তার উন্মেষ।

তিনি বিশ্বাস করতেন, শিক্ষা হবে আনন্দনির্ভর, অভিজ্ঞতামূলক এবং স্বাভাবিক। এই চিন্তাধারাই প্রতিফলিত হয়েছে সহজপাঠ-এর প্রতিটি পর্যায়ে, যেখানে শিশুকে প্রকৃতির সঙ্গে একাত্ম করে শেখানো হয়েছে। সহজপাঠ বাংলা ভাষা শিক্ষার প্রথম পাঠ্যপুস্তক হলেও এটি কেবল অক্ষরজ্ঞান নয়। এর প্রতিটি পাঠ শিশু-মনস্তত্ত্ব অনুযায়ী গঠিত।

‘অ’ থেকে ‘অহং’—এই বর্ণপরিচয়ের মধ্য দিয়েই শিশুকে প্রকৃতি, মানুষ ও সমাজ সম্পর্কে জানার পথে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। যেমন, “আমরা মাঠে যাই, ফুল ফুটেছে, পাখি গাইছে”—এই পংক্তি ভাষা শেখানোর সঙ্গে সঙ্গে শিশুর মনে জাগায় প্রকৃতির প্রতি মমতা ও জীবনের প্রতি

আনন্দবোধ। তাই সহজপাঠ-এর পাঠ আসলে এক জীবনপাঠ, যা রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শনের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত।

রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস করতেন— “প্রকৃতি হচ্ছে শ্রেষ্ঠ শিক্ষক।”

সহজপাঠ-এর ভাষা ও চিত্রভঙ্গি সেই বিশ্বাসকে বাস্তব রূপ দিয়েছে। এখানে শিশুর চারপাশের বাস্তব পরিবেশই পাঠ্যবস্তুর উপাদান। গাছ, ফুল, পাখি, নদী—এইসব পরিচিত চিত্র শিশুকে শেখায় পর্যবেক্ষণ, অনুভব ও সংবেদনশীলতা। এইভাবে সহজপাঠ প্রকৃতিনির্ভর শিক্ষার এক আদর্শ উদাহরণ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের মতে, শিশুশিক্ষার মূল উদ্দেশ্য কেবল জ্ঞান নয়, বরং মানবিক গুণের বিকাশ।

সহজপাঠ-এ পারিবারিক সম্পর্ক, সহযোগিতা, ও সামাজিক বন্ধনের পাঠ বারবার ফিরে এসেছে। তিনি শিশুকে শেখাতে চেয়েছেন সহজতা, সহমর্মিতা ও সততার গুরুত্ব। এই দৃষ্টিভঙ্গি তাঁর মানবতাবাদী শিক্ষাচিন্তার মূল ভিত্তি।

রবীন্দ্রনাথের মতে, শিক্ষা কখনোই একরৈখিক বা শাসননির্ভর হতে পারে না।

সহজপাঠ-এর প্রতিটি পাঠ এমনভাবে রচিত, যাতে শিশুর মনে প্রশ্ন জাগে, কৌতূহল বাড়ে এবং আত্মপ্রকাশের সুযোগ তৈরি হয়। এইভাবে রবীন্দ্রনাথ আধুনিক child-centered learning ও creative pedagogy-এর ভিত্তি স্থাপন করেন। আজকের শিক্ষাতত্ত্বে “Experiential Learning” ও “Joyful Education” যেভাবে গুরুত্ব পাচ্ছে, রবীন্দ্রনাথ সেই ধারণার অগ্রদূত। সহজপাঠ-এ শিশুর মানসিক বিকাশ, পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা, ও ভাষাগত সৃজনশীলতার প্রতি যে দৃষ্টি দেওয়া হয়েছে, তা আধুনিক শিক্ষামনোবিজ্ঞানের সঙ্গেও সামঞ্জস্যপূর্ণ।

অতএব, সহজপাঠ কেবল ঐতিহাসিক নয়, সমকালীন শিক্ষাব্যবস্থার জন্যও একটি পথনির্দেশ। রবীন্দ্রনাথের সহজপাঠ একাধারে ভাষা শিক্ষা, নৈতিক শিক্ষা, ও জীবনদর্শনের সম্মিলন। এটি এমন এক শিক্ষাদর্শনের প্রতীক, যেখানে শিক্ষা মানে কেবল তথ্য আহরণ নয়, বরং আত্মবিকাশ ও আনন্দের মুক্তস্রোত। আজকের প্রতিযোগিতামূলক শিক্ষাব্যবস্থায় সহজপাঠ আমাদের মনে করিয়ে দেয়— “শিক্ষা মানুষের মধ্যে যে আত্মাকে প্রকাশ করে, তাই শিক্ষার উদ্দেশ্য।” (ঠাকুর, ১৯৩৪)।

অতএব, সহজপাঠ কেবল একটি ভাষা শিক্ষা বই নয়; এটি রবীন্দ্রনাথের পূর্ণাঙ্গ শিক্ষাচিন্তার প্রতীক ও আধুনিক শিক্ষাদর্শনের এক চিরন্তন আলোকবর্তিকা।

তথ্যসূত্র

১. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। সহজপাঠ (প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ)। বিশ্বভারতী প্রকাশন, শান্তিনিকেতন, ১৯২০।
২. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। শিক্ষার হিতার্থে। বিশ্বভারতী, ১৯৩৪।
৩. Mukherjee, S. N. (1962). Education and the World of Rabindranath Tagore. New Delhi: Asia Publishing House.
৪. Sen, Amartya. (2002). Tagore and His India. New York Review of Books.
৫. Chakrabarti, Mohit. (1990). Rabindranath Tagore: The Vision of Education. New Delhi: Atlantic Publishers.
৬. Ray, Niharranjan. (1986). Rabindra-Nath Tagore: The Man and His Work. Calcutta: Orient Longmans